ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন দীপিকা

পৃঃ ৫

রশিদ খানের নেতৃত্ব শক্তিশালী টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা আফগানিস্তানের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮৫ ● কলকাতা ● ২০ আষাঢ়, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৬ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দুর্নীতির অভিযোগে ওমপ্রকাশের বিরুদ্ধে

তদন্তের নির্দেশ রাজভবনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজভবন। সেই ঘটনায় ওমপ্রকাশ মিশ্রর পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের শিক্ষা মহলের শিক্ষাবিদদের একাংশ। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী প্রাক্তন উপাচার্যদের মধ্যে রয়েছেন, বাঁকুড়ার দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের রঞ্জন চক্রবর্তী, কলকাতার আশুতোষ ঘোষ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মার দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, সিধো-কানহো-বিরসার দীপক কর, কন্যাশ্রীর মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমানের নিমাই সাহা, কল্যাণীর মানস সান্যাল, গৌড়বঙ্গের শান্তি ছেত্রী, বিশ্ববাংলার স্বাগত সেন, দার্জিলিং হিলের প্রেম পোদ্দার, বিদ্যাসাগরের শিবাজিপ্রতিম বসু, ও ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরাধা মুখোপাধ্যায়। বিবৃতিতে তাঁরা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহল উপাচার্য হিসাবে ওমপ্রকাশ মিশ্রের কাজে খুব খুশি। যা ওমপ্রকাশ মিশ্রকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে রাখার জন্য আচার্য ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জমা পড়া আবেদনের সংখ্যা থেকে স্পষ্ট। প্রসঙ্গত, সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন শিক্ষাবিদ মহলের একাংশ। সেখানে স্থায়ী উপাচার্যর অভাবে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তৈরি বর্তমান জটিলতার সমাধানে আচার্য, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের দাবি

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ

তুললেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে টাকা বিলির অভিযোগ তুলে মামলা করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে।'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'তে যে নম্বর ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাই নাকি 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির সময় ব্যবহার করা হয়েছিল, এমন অভিযোগ প্রথম থেকেই তুলেছিলেন বিরোধীরা। শুভেন্দুর অভিযোগ, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি হিসেবে যে নম্বর ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটাই প্রশাসনিক কর্মসূচিতে ব্যবহার হচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা হয়েছে হাইকোর্টে। মমতার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নামে একটি কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। যদিও তখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণা হয়নি। সাধারণ মানুষের জন্য একটি নম্বর চালু করেছিলেন মমতা। সেই নম্বরে ফোন করে যেকোনও ধরনের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারবেন রাজ্যবাসী।
সেই কর্মসূচি নাকি নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী, এমন অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা করেন শুভেন্দু। প্রথমে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা যায়, যদিও তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সেই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। বুধবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন বিরোধী দলনেতা। আদালত শুভেন্দুকে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস নওশাদের!

অভিযোগ তরুণীর

বিধাননগর: নিউজ সারাদিন : আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ। জিরো এফ আই আর দায়ের হল নিউটাউন থানায়। বিমানবন্দর থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা বুধবার দুপুরে নিউটাউন থানায় অভিযোগ করেন নওশাদের বিরুদ্ধে। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। অভিযোগকারী মহিলা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে নওশাদ তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছেন। তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে আইএসএফ বিধায়কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কবে, কীভাবে ঘনিষ্ঠতা তা নিয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব তিনি দেননি। বরং অভিযোগকারীর দাবি, 'আপনাদের যা জানার নওশাদকে জিজ্ঞেস করুন।' জানা গিয়েছে,তিনি এয়ারপোর্ট চত্বরের বাসিন্দা। নিউটাউন থানায় জিরো এফআইআর করেছেন। পরে তা বিমানবন্দর থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এদিন 'নির্যাতিতা' মহিলাকে নিউটাউন থানায় নিয়ে আসেন তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। তিনি জানিয়েছেন, উনি বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ করছিলেন। সংখ্যালঘু পরিবারের উচ্চশিক্ষিত মহিলা। তিনি একজন বিধায়কের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন তা মুখে আনা যাচ্ছে না।' তিনি আরও বলেন, 'এটা আমাদের বিষয় নয়। আইন আইনের পথে চলবে। পুলিশ দেখুক অভিযোগ সত্য না কি মিথ্যে।'যদিও অভিযোগ নিয়ে নওশাদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। এনিয়ে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করবে বলে খবর।

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

যতবার ডাকবে ততবার যাব'

বলেও দ্বিতীয়বারেই ইডি জেরা এড়ালেন সায়নী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চর্চার শিরোনামে এখন অভিনেত্রী তথা যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ । নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের সূত্র ধরে গত সপ্তাহে ইডি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে সায়নী। টানা ১১ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ফের ৫জুলাই বুধবার নেত্রীকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি।যদিও এর আগে প্রথম দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষেই সায়নী বলেছিলেন, '৫ জুলাই আবার সশরীরেই হাজিরা দেব। যতবার ডাকবে ততবার যাব । যারা চুরি করে তারা পালিয়ে বেড়ায়। আমি কেন পালিয়ে বেড়াব? ভোটের প্রচারের মুখে বার বার ডাকায় অসুবিধা তো হচ্ছে। কিন্তু কী করব?"

নেত্রী আরও বলেছিলেন, "আমি একা নই। দলের অনেক নেতাকেই এই পরিস্থিতি ফেস করতে হয়েছে। একটা বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে এরকম পরিস্থিতি আসেই। দল পাশে আছে। আরও কিছু নথি বাকি রয়ে গিয়েছে। নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।" তবে প্রচারের কারণে আজ ইডি দফতরে তিনি যাচ্ছেন না বলেই জানা গিয়েছে।

সত্যিই ফের আজ ইডির মুখোমুখি হবেন সায়নী? এই নিয়েই জোর জল্পনা চলছিল। তবে এরই মধ্যে জানা গেল, আজ ইডি দফতরে যাবেন না সায়নী ঘোষ। সূত্রের খবর, নিজে না গেলেও মেইল করে ইডি দফতরে নিজের হাজিরা না দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। তবে যে নথি তার কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল, সেই নথি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, আজ ইডির কাছে মোট ৫৩০ পাতার নথি পাঠিয়েছেন নেত্রী।

সূত্রের খবর, আজ ইডিকে মেইল করে তৃণমূল যুব সভানেত্রী জানিয়েছেন ভোটের প্রচারে পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে যাওয়ার কথা তার। তাই পঞ্চায়েতের আগে ভোটের প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণেই আজ হাজিরা দিতে যেতে পারছেন না তিনি। তবে ফোনে তাকে যোগাযোগ করা যাবে। সায়নী আরও জানিয়েছেন, ভোট হয়েছে যাওয়ার পর তদন্তের স্বার্থে তাকে যেকোনও সময় যেকোনও জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলে হাজির হবেন তিনি।

প্রসঙ্গত এদিন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আভাস দিয়ে বলেছিলেন, ইডির দফতরে হাজিরা দেবেন না সায়নী। কুণাল জানান, তিনি যতদূর জানেন যে আজকে ইডির দফতরে যাচ্ছেন না সায়নী। তিনি বর্ধমানের গলসির দিকে প্রচারে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, আজ ১১ টার সময় ইডির দফতরে যাওয়ার কথা ছিল নেত্রীর।

ছ' মাস পরেই লোকসভা ভোট?

এক্সক্লুসিভ সাক্ষাতকারে দাবি মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খাতায় কলমে লোকসভা নির্বাচনের এখনও প্রায় এক বছর দেরি। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, এক বছর নয়। ছ মাস পরই লোকসভা নির্বাচন হয়ে যেতে পারে। নিউজ ১৮ বাংলাকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাতকারে এ দিন এমনই দাবি করেছেন তৃণমূলনেত্রী। বিরোধীদের প্রথম দফার বৈঠকের পর আপ এবং কংগ্রেসের মতপার্থক্য সামনে এসেছিল। যদিও এই সমস্যাও মিটে যাবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী। এ দিনও তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন, ' নরেন্দ্র মোদি সরকারের আয়ু আর মাত্র ছ' মাস।' এ দিন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, এক বছর পরেই লোকসভা নির্বাচন।বিরোধীদের যে জোট আলোচনা শুরু হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত কতটা কার্যকরী হবে। তখনই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক বছর নয়, ভোট হতে পারে ছ মাস পরেই। তবে বিরোধীদের জোট নিয়ে খুব বেশি বাক্যব্যয় করতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি শুধু বলেন, একদিনে সবকিছু হয় না।গত মাসেই পটনায় মিলিত হয়েছিলেন বিরোধী

এরপর ৩ পাতায়

ভারতে জিনোম পরীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে উঠতে

লর্ড'স মার্ক ইন্ড্রাস্ট্রিজ লর্ড'স মার্ক মাইক্রোবায়োটেক প্রবর্তন করছে

- জিনোম পরীক্ষার জন্য লর্ড'স মার্ক ইন্ড্রাস্ট্রিজের ব্র্যান্ড মাইডিএনএ-এর মাধ্যমে পেশ করছে লালা-ভিত্তিক প্রযুক্তি, যার ফলাফলে রয়েছে ৯৯% নির্ভুলতা
- ৫ বছরে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব পেতে ২০ কোটি টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ

মুম্বাই : ৫ই জুলাই ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : লর্ড'স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ, একটি অগ্রণী বৈচিত্র্যপূর্ণ বাণিজ্য গোষ্ঠী, একটি সম্পূর্ণ নতুন মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা - লর্ড'স মার্ক মাইক্রোবায়োটেক - প্রবর্তন করেছে - তাদের প্রথম অনলাইন পরীক্ষাগারের সাহায্যে ভারতে জিনোম পরীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে উঠতে। ব্যবসায় লর্ড'স ইন্ডাস্ট্রিজের সফল ২৫ তম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে এই নতুন সহায়ক সংস্থাটি স্থাপন করা হয়েছে। লর্ড'স মার্ক বায়োটেক প্রবর্তনের সঙ্গে, কোম্পানি লালা জিনোম পরীক্ষার জন্য তাদের ব্র্যান্ড মাইডিএনএ মাধ্যমে ভিত্তিক প্রযুক্তি চালু করছে, যার ফলাফলের নির্ভুলতা ৯৯%। এই লালা-ভিত্তিক পরীক্ষায় রক্ত নেওয়ার বা ফ্লেবোটোমিস্টের প্রয়োজন হয় না। একজন ব্যক্তি কিটের মধ্যে থাকা নির্দেশাবলী পড়ে নিজের বাড়িতেই এটি করতে পারে। লর্ড'স মার্ক মাইক্রোবায়োটেক-এর লক্ষ্য হবে জিনোম পরীক্ষার জন্য দেশ জুড়ে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীর সাহায্যে সর্বসাধারণের জন্য পণ্য এবং প্রযুক্তি উপলব্ধ করা। কোম্পানির ওয়েবসাইটে, সাধারণ ব্যক্তি জিনোম কিট অনলাইন অর্ডার করতে পারে যা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকে ডেলিভার করা হবে এবং পরীক্ষার পরে রিভার্স পিক আপ করা হবে। এছাড়াও লর্ড'স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ পলিজেনিক রিস্ক স্কোর (পিআরএস) গণনা করার জন্য তার অ্যাল্গোরিদম স্ন্যাপি নামে পেটেন্ট করেছে, যা কোনও বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার জন্য ব্যক্তির জেনেটিক ঝুঁকি (প্রবণতা) অনুমান করে। পিআরএস নির্দিষ্ট রোগের জন্য সামগ্রিক জেনেটিক ঝুঁকি গণনা করতে সমস্ত জানা প্রকারগুলির মোট যোগফল (এগ্রিগেট) গ্রহণ করে।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, শ্রী সচিদানন্দ উপাধ্যায়, লর্ড'স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা, বলেছেন "জিনোম পরীক্ষা ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা সহ নতুন একটি রোমাঞ্চকর ক্ষেত্র। এই প্রসঙ্গে, লর্ড'স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ বাণিজ্যিক সাফল্যের ২৫তম বছর পূর্তিতে সঙ্গে এই নতুন সহায়ক প্রতিষ্ঠানটি চালু করতে পারা একটি অত্যন্ত গর্বের বিষয়। লর্ড'স মার্ক মাইক্রোবায়োটেক ক্যানসার, কার্ডিয়োভাস্কুলার ব্যাধি, ডায়াবেটিস অথবা বংশগত রোগের মতো রোগের ক্ষেত্রে আগাম নিদান, ক্লীনিং এবং পার্সোনালাইজ ইন্টারভেনশনের জন্য প্রতিষেধমূলক জিনোমিক পরীক্ষার উপর জোর দেবে। এই নতুন সহায়ক সংস্থার লক্ষ্য হবে দেশ জুড়ে ৪৮টি শহরে ব্যবহারযোগ্য এবং সাশ্রয়ী জিনোম পরীক্ষা উপলব্ধ করা। প্রাথমিক লক্ষ্য হল দেশের মহানগর এবং টিয়ার ১ শহরগুলি এবং তারপরে আগামী ৩-৪ বছরে টিয়ার ২ এবং সবার শেষে টিয়ার ৩ শহরগুলি। লর্ড'স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজের ২৫ বছরের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যবহার করে, জিনোম পরীক্ষা সর্বসাধারণকে তাদের জিনগত অবস্থার গভীর বিশ্লেষণ এবং গবেষণা মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। শ্রী সুবোধ গুপ্তা, সিইও লর্ড'স মার্ক মাইক্রোবায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড, বলেছেন " আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই জিনোম পরীক্ষার জন্য প্রযুক্তি রয়েছে। নতুন সহায়ক সংস্থা সহ, আমরা আগাম নিদান, ক্লীনিং এবং পার্সোনালাইজ ইন্টারভেনশনের জন্য প্রতিষেধমূলক জিনোম পরীক্ষার উপর মনোনিবেশ করব। এছাড়াও ফার্মাকোজেনোমিক্স-এর উপর মনোনিবেশ করা হবে যা সেরা ওষুধ নির্বাচন এবং মাত্রা নির্ধারনে সাহায্য করতে পারে"। নিয়মিত স্ক্রীনিং এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা, প্রতিষেধমূলক জিনোমিক্স ক্যানসার, কার্ডিয়োভাস্কুলার ব্যাধি, ডায়াবেটিস, অথবা বংশগত রোগের আগাম নিদান, সময়মতো ইন্টারভেনশন এবং রোগের উন্নত পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করতে পারে। লর্ড'স মার্ক মাইক্রোবায়োটেক-এর জিনোম পরীক্ষা কিট সম্পূর্ণ প্রতিষেধমূলক জেনেটিক পরীক্ষা সমাধান দেবে। জিনোম পরীক্ষা কিটের মূল্য হবে ৮০০০ টাকা থেকে ১৬০০০ টাকার মধ্যে। লর্ড'স মার্ক বায়োটেকের জৈব প্রযুক্তিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, জেনেটিসিস্ট, বায়ো-ইনফরমেটিশিয়ান এবং চিকিৎসা পরামর্শদাতাদের একটি একটি গভীর গবেষণা এবং গবেষণা দল রয়েছে যাদের জিনোমিক্স এবং বড় ডেটা ডোমেনে ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই কোম্পানি ক্যানসার এবং যক্ষ্মার মতো রোগে নিদানকারী টুলের বিকাশ এবং সেগুলি স্থাপন করতে অগ্রণী বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণা সংস্থার সঙ্গে সহযোগ করবে। এই কোম্পানি প্রাথমিকভাবে ৫ বছরে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

সিবিআইয়ের নতুন উপপ্রধান এসে পৌঁছলেন,

গুজরাট ক্যাডারের আইপিএস শহরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে সিবিআইয়ের কলকাতা জোনের নতুন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব নিলেন মনোজ শশীধর। ইতিমধ্যেই তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। সূত্রের খবর, গুজরাট ক্যাডারের এই আইপিএস অফিসার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ আস্থাভাজন। এখন মনোজ শশীধর-সহ সিবিআই দফতরের স্পেশাল ডিরেক্টর অজয় ভাটনগরের নেতৃত্বে নিজাম প্যালেসে রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে।তাহলে কি বড় কিছু ঘটতে চলেছে? দীর্ঘদিন ধরে নানা তদন্ত চললেও কোনও কাজের কাজ হয়নি। স্রেফ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু যুতসই প্রমাণ এখনও মেলেনি। যেটুকু পাওয়া গিয়েছে তাতে যে কোনওদিন ছাড়া পেয়ে যেতে পারেন তাঁরা। তাই যাতে কোনও ফাঁক না থাকে তাই সিবিআইয়ের কলকাতা জোনের নতুন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হল মনোজ শশীধরকে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি-সবই দেখবেন তিনি। রাজ্যের দুয়ারে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন তখনই সিবিআইয়ের তৎপরতা বাড়ল। যেটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিকে এই দুই সিবিআই কর্তার উপস্থিতিতে নতুন করে পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। আর সিবিআই সূত্রে খবর, কয়লা, গরু থেকে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হচ্ছে। তাই এইসব মামলার সঙ্গে জড়িত তদন্তকারীদের নিয়ে বৈঠক করেন শীর্ষ কর্তারা। তদন্তে অগ্রগতি এবং পর্যালোচনা করতে এই বৈঠক। খতিয়ে দেখা হচ্ছে কেস ডায়েরি। এবার বড় চাঁইদের ধরতে অভিযানে নামতে চলেছে সিবিআই। আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগেই সিবিআই বড় ধরনের কোনও তল্লাশি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত নানা পর্যবেক্ষণ করেছে। এবার সেগুলিও দেখা হচ্ছে। খামতি রাখতে চাইছেন না এই দুই শীর্ষ কর্তা। কয়লা পাচার মামলায় ২০২২ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। এবার সেই তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও বৈঠকে বসলেন সিবিআই কর্তারা। আবার ইডি শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কুন্তল ঘোষকে গ্রেফতার করেছে এবং বেরিয়ে এসেছে সায়নী ঘোষের নাম। তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে আজ তিনি আর দ্বিতীয় দফার তলবে যাননি।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

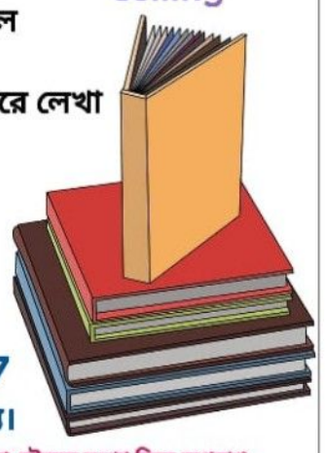

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

দুর্নীতির অভিযোগে ওমপ্রকাশের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ রাজভবনের

জানানো হয়। একইসঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, 'কোনও উপাচার্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আচার্যের কাছে এলে বিধি মোতাবেক কিন্তু আচার্যের সেটি উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠানোর কথা। বিধিতে তদন্ত কমিটি গঠন ও তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা রয়েছে। অভিযোগ উঠতেই পারে। কিন্তু, বিধি মেনে তার তদন্ত হওয়া উচিত।"একইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে শিক্ষা জগতে ওমপ্রকাশবাবুর নানাবিধ কৃতিত্বের খতিয়ানও। 'অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার এই প্রচেষ্টায় আমরা পীড়িত। এই প্রচেষ্টা যারা করছেন তাদেরকেই ছোট করবে' বিবৃতিতে এমনই মত প্রকাশ করেছেন স্বাক্ষরকারী শিক্ষাবিদরা। এ প্রসঙ্গে ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, আমি যে কোনও তদন্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে, কী কারণে এবং কীভাবে তদন্ত হবে, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত আমাকে কিছু জানানো হল না। রাজভবন থেকে নাকি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন, ৭২ ঘণ্টা হয়ে গেল, অর্ডারটা কোথায়?'

অভিযোগ, ওমপ্রকাশ মিশ্রকে 'কালিমালিপ্ত' করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বক্তব্যের পক্ষে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তাঁরা। তাতে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যের ১৩টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান গৌতম পাল ও রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয়েন্দু সাহা।

স্বাক্ষরিত শিক্ষাবিদদের যৌথ বক্তব্য, ''এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, বরিষ্ঠ ও সম্মাননীয় অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাজভবনের তথাকথিতভাবে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশের খবর পেয়ে শিক্ষা মহল হতবাক। তিনি তিন দফায় মাত্র ছয় মাস উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনা এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত বিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে অনুমোদন করানোর প্রচেষ্টা ছিল তাঁর। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রয়াসটি অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হচ্ছে।''

২ পাতার পর

ছ' মাস পরেই লোকসভা ভোট? এক্সক্লুসিভ সাক্ষাতকারে দাবি মমতার

শিবিরের নেতারা। এ মাসের ১৭ এবং ১৮ তারিখে বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় দফায় বৈঠকে বসবেন রাহুল গান্ধি, নীতীশ কুমার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদবরা। যদিও এই বৈঠকে তৃণমূলনেত্রীর উপস্থিতি নিয়ে সামান্য হলেও সংশয় তৈরি হয়েছিল। কারণ পায়ে চোট লাগার কারণে এই মুহূর্তে বিশ্রামে রয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন সাক্ষাতকারে নিজেই জানিয়েছেন, আগামী ৬ জুলাই এসএসকেএম হাসপাতালেই তাঁর পায়ে ছোট অস্ত্রোপচার হতে পারে। তবে তিনি যে বেঙ্গালুরুর বৈঠকে যাচ্ছেনই, তা এ দিনই জানিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরাট সমস্যা গোষ্ঠীকোন্দল!

অভিষেকের তৎপরতায় কি ফল মিলবে ভোটবাক্সে?

আজ ফের প্রচার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০১৯ এ লোকসভা আসন হাতছাড়া হয়েছিল। তবে বিধানসভা নির্বাচনে দারুণ ফল করে তৃণমূল কংগ্রেস। জয় ছিনিয়ে আনে একাধিক আসনে। অন্যদিকে, কিছুদিন আগেও, নবজোয়ার যাত্রা করতে এসে চার দিন পূর্ব বর্ধমান জেলায় সময় দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামে গিয়ে বুঝেছিলেন পরিস্থিতি। এবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে আরও একবার এই জেলাকে গুরুত্ব দিতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দলের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ জট পাকিয়ে দলকে সমস্যার মুখে ফেলবে, সেটা কিন্তু দল মেনে নেবে না। প্রয়োজনে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নতুন কোন মুখকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এছাড়া, তিনি নিজে প্রতি তিনমাস অন্তর দলের পর্যালোচনা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে আজ ফের পূর্ব বর্ধমানে অভিষেক। অভিষেকের এই ততপরতায় কতটা প্রভাব পড়বে ভোট বাক্সে? সেটা অবশ্য বলবে সময়।

তাই কালনায় আজ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের পঞ্চায়েতের প্রচার।

২০১৮ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ২৮% শতাংশ আসনে বিরোধী কোনও প্রার্থী ছিল না। যে ৭২% আসনে প্রার্থী ছিল, তার মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল দলের 'গোঁজ' প্রার্থী। বিশেষ করে মেমারি, ভাতার ও রায়নায় নির্দল প্রার্থীরা সংখ্যায় বেশি ছিল।

তবে এবার নবজোয়ার কর্মসূচিতে বেরিয়ে একাধিক ব্লকে ঘুরেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে এসেছে বেশ কিছু ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথাও। এর পাশাপাশি মেমারি ১, মেমারি ২ ব্লক, রায়না ১ ব্লক, পূর্বস্থলী উত্তর, খন্ডঘোষ, জামালপুর-সহ বেশকিছু ব্লকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কোন্দল এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। মাসখানেক আগেই মন্তেশ্বরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রীর সঙ্গে মেমারি ২ ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতির গোষ্ঠী কোন্দল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, জেলা নেতৃত্ব নাজেহাল হয়ে যায় সেই কোন্দল থামাতে। এমনকি, ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় জেলা পুলিশ সুপারকেও একহাত নেন ওই মন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরা যাতে মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন সেই বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। আবার প্রচারে বেরিয়ে ভাতারের বিধায়ককে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়েছিল।

ভক্তদের জন্য নলকূপ থেকে নদীতে জমা জল

তরুণ মোহন, সাংবাদিক

দারভাঙ্গা, ৫ জুলাই, ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : প্রাচীনকাল থেকে সাতটি নদীর প্রবাহিত জলে প্লাবিত মিথিলাও শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। এই শুষ্কতার কারণে গ্রামবাসীরা নদীতে জল সরবরাহের জন্য টিউবওয়েলগুলিতে মোটর ব্যবহার করে। ধর্মীয় গুরুত্বের জীব ছাঘাটে ভক্তরা

প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিদ্যানাথ ঝা আজ এখানে বলেন, ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল ডেমোক্রেসি আয়োজিত নদী পদযাত্রায় একটি অনন্য অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা সামনে এসেছে, যখন যাত্রাটি কাকরঘাটি থেকে প্রথম স্টপেজে জীবছঘাটে পৌঁছায়, তখন সেতুর নীচে কিছু জল দেখা যায়, যা চারপাশে ছিল। কাদা এবং জমা.. এ কেমন পানি? খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নদীটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ায় দূর-দূরান্ত থেকে এখানে আসা ভক্তদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তারা পানি পাননি। এরপর পারস্পরিক সহযোগিতায় স্থানীয় লোকজন তাদের বাড়ির টিউবওয়েলে একটি মোটর কিনে বসান।

নদীতে যারা পানি সংগ্রহ করেন তারা জানান, বৈশালী, সীতামারহি, হাসানপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল থেকে ভক্তরা এখানে আসেন, এখানে এসে তারা হতাশ হন, কারণ নদীতে পানি নেই, এজন্য একটি মোটর বসানো হয়েছে। শুকনো নদীতে দান ও পানির ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রশংসনীয় কাজের জন্য, জগদীশ সাহনি, শম্ভু সাহনি এবং রাম নারায়ণ সাহনিকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পরিবেশবাদী নারায়ণ জি চৌধুরী, নদী সত্যাগ্রহের তৃতীয় পর্বে পুকুর বাঁচাও অভিযানের পরিচালক এবং প্রধান হিসেবে আসা উদ্ভিদবিদ অধ্যাপক ঝা। অতিথি, একটি শাল পরা. পুরস্কৃত করা হয়. অন্যদিকে নদী সত্যাগ্রহের সভায় সম্মান গ্রহণ করতে না পৌঁছানো জিতেন্দ্র সাহনি ও রাজদেব সাহনিকে বিশ্ব প্রাকৃতিক গণতন্ত্রের সভাপতি ডাঃ জাভেদ আবদুল্লাহ নিজে জীবছাঘাটে গিয়ে নদীতে শাল পরিয়ে সম্মান জানান। নিজেই রমা শঙ্কর প্রসাদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিহার জোন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ফাউন্ডেশন তার দাতব্য কাজের প্রশংসা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বিকানের রেল স্টেশনের পুনরুন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৭-৮ জুলাই চার রাজ্য সফর করবেন। সফরের প্রথম পর্যায়ে তিনি ৭ জুলাই ছত্তিশগড় ও উত্তরপ্রদেশ যাবেন। ৮ জুলাই যাবেন তেলেঙ্গানা ও রাজস্থানে।

৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী সকাল ১০-৪৫ মিনিটে রায়পুরে এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এরপর বেলা ২-৩০ মিনিটে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে গীতা প্রেস-এর শতবার্ষিকী উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তিনি গোরক্ষপুর রেল স্টেশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন। বিকেল ৫টায় শ্রী মোদী বারাণসীতে এক জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি।

৮ জুলাই সকাল ১০-৪৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গলে পৌঁছবেন। সেখানে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। বিকেল ৪-১৫ মিনিটে শ্রী মোদী বিকানেরে রাজস্থানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

রায়পুরে প্রধানমন্ত্রী

পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ৬,৪০০ কোটি টাকার পাঁচটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে জব্বলপুর-জগদলপুর জাতীয় সড়কের ৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ চারলেনের রায়পুর-কোদেবোড় অংশটি । এই প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে। জগদলপুর সন্নিহিত বিভিন্ন ইস্পাত কারখানার কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রী পরিবহণে সুবিধা হবে। প্রধানমন্ত্রী ১৩০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিলাসপুর-অম্বিকাপুর অংশে ৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ চারলেনের জাতীয় সড়কটির উদ্বোধন করবেন। বিলাসপুর থেকে পত্রপল্লী পর্যন্ত নবনির্মিত এই অংশটি ছত্তিশগড় ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটাবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কয়লা খনি থেকে উত্তোলিত কয়লা পরিবহণে সুবিধা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ছয় লেনের গ্রিনফিল্ড রায়পুর-বিশাখাপত্তনম করিডরের ছত্তিশগড় শাখার আওতায় তিনটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে - ১৩০ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যে ৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ছয় লেনের ঝাঁকি-সার্গি শাখা, ৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ছয় লেনের সার্গি-বনসওয়াহি শাখা, ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ছয়লেনের বনসওয়াহি-মারাংপুরী শাখা। এই অংশের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল এখানে ২.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশে বন্যপ্রাণীদের যাওয়া-আসার জন্য ২৭টি পাস, উধান্তি অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণীদের বাধাহীন চলাচলের জন্য ১৭টি ছাউনি। এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে ধামতারি অঞ্চলের চালকল থেকে উৎপাদিত চাল, কাঁকের-এর বক্সাইট এবং কোন্ডাগাঁও-এর হস্তশিল্প পরিবহণের সুবিধা হবে। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন ঘটবে।

প্রধানমন্ত্রী ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রায়পুর-খারিয়ার সড়ক রেল প্রকল্পটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এর ফলে ছত্তিশগড়ের জন্য কয়লা, ইস্পাত, সার সহ বিভিন্ন সামগ্রী বন্দর থেকে নিয়ে আসতে সুবিধা হবে। তিনি কেওটি-অন্তগড়ের মধ্যে ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেল লাইনটি উদ্বোধন করবেন। ২৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রেল প্রকল্প ভিলাই ইস্পাত কারখানার সঙ্গে দাল্লি রাজহারা ও রাওঘাট অঞ্চলের লৌহ খনিগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। এই রেল প্রকল্প দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের বনাঞ্চলকেও যুক্ত করবে।

প্রধানমন্ত্রী কোরবায় ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের একটি বটলিং প্ল্যান্টের উদ্বোধন করবেন। এখান থেকে প্রতি বছর ৬০ হাজার মেট্রিক টন গ্যাস সিলিন্ডারজাত করা হবে। এছাড়াও, ঐ অনুষ্ঠানে তিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় ৭৫ লক্ষ কার্ড সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেবেন।

গোরক্ষপুরে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী গোরক্ষপুরে গীতা প্রেস-এর শতবার্ষিকী উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি চিত্রময় শিব পুরাণ গ্রন্থের উদ্বোধন করবেন এবং গীতা প্রেস-এর লীলাচিত্র মন্দির দর্শন করবেন।

শ্রী মোদী গোরক্ষপুর রেল স্টেশন থেকে লক্ষ্ণৌগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন। ঐ অনুষ্ঠানে যোধপুর ও আমেদাবাদ (সবরমতী)-এর মধ্যেও আরও একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন তিনি।

গোরক্ষপুর-লক্ষ্ণৌ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস অযোধ্যার মধ্য দিয়ে যাবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটবে যা পর্যটন শিল্পের পক্ষে সহায়ক। যোধপুর, আবু রোড এবং আমেদাবাদের মতো বিখ্যাত অঞ্চলগুলির মধ্যে যোধপুর-সবরমতী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলাচল করবে। ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী গোরক্ষপুর রেল স্টেশনের পুনরুন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। ৪৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্টেশনটিকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলা হবে।

বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী এক জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ১২,১০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

শ্রী মোদী ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের আওতায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন ও শোননগরের মধ্যে নির্মিত অংশটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ৬,৭৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প পণ্য পরিবহণে সহায়ক হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ৯৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আরও তিনটি রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। গাজিপুর সিটি-আউনরিহার, আউনরিহার-জৌনপুর এবং ভাটনি-আউনরিহার-এর মধ্যে রেল লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণের সম্পূর্ণ হওয়ায় উত্তরপ্রদেশে রেলপথের ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হল।

প্রধানমন্ত্রী ৫৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বারাণসী-জৌনপুর শাখার চারলেনের সড়কটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ২,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প বারাণসী ও লক্ষ্ণৌ-র মধ্যে যাতায়াতকে আরও সুখকর করে তুলবে।

বারাণসীতে শ্রী মোদী যেসব প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তার মধ্যে রয়েছে - পূর্ত দপ্তরের নির্মিত ১৮টি সড়ক প্রকল্প, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রী আবাস, কারসারায় সিপেট-এর ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, সিন্ধৌড়া থানার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, ভুল্লানপুরে পিএসি, পিন্দ্রায় দমকল কেন্দ্র, তারসাড়ায় সরকারি আবাসিক বিদ্যালয়, অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভবন, মোহন কাটরা থেকে কোনিয়া ঘাটের মধ্যে পয়ঃনিকাশি ব্যবস্থা, রামনায় অত্যাধুনিক পয়ঃনিকাশি ব্যবস্থাপনা, ৩০টি এলইডি বাতিস্তম্ভ, রামনগরে এনডিডিবি দুগ্ধ প্রকল্পে গোবর থেকে উৎপাদিত জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট, গঙ্গা নদীতে স্নান করতে আসা পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য দশাশ্বমেধ ঘাটে পোশাক পরিবর্তনের বিশেষ সুবিধা।

প্রধানমন্ত্রী চাউখান্দি, কাদিপুর এবং হরদত্তাপুর রেল স্টেশনে তিনটি রেল ওভারব্রিজ, ব্যাসনগর-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন রেল ফ্লাইওভার এবং পূর্ত দপ্তরের ১৫টি সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এগুলি নির্মাণে ব্যয় হবে ৭৮০ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলের জন্য ১৯২টি জল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। জল জীবন মিশনের আওতায় এই প্রকল্পগুলি নির্মাণে খরচ হবে ৫৫০ কোটি টাকা। এর ফলে ১৯২টি গ্রামের ৭ লক্ষ নাগরিক বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী মনিকর্ণিকা ও হরিশচন্দ্র ঘাটের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ঘাটগুলিতে কাঠ রাখার সুবিধা হবে এবং দাহ করার পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

অন্যান্য যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস করা হবে তার মধ্যে রয়েছে বারাণসীতে ছয়টি ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোশাক বদলাবার জন্য ভাসমান ঘর, কারসারায় সিপেট ক্যাম্পাসে ছাত্রাবাস নির্মাণ।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশে পিএম স্বনিধি প্রকল্পের ঋণ, পিএমএওয়াই গ্রামাঞ্চল প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাড়ির চাবি এবং আয়ুষ্মান কার্ড সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেবেন। এর ফলে পিএমএওয়াই প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষ পরিবারের গৃহ প্রবেশ নিশ্চিত হবে। ২ কোটি ৮৮ লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ ছাড়াও ১ লক্ষ ২৫ হাজার জনকে পিএম স্বনিধি ঋণ দেওয়া হবে। এছাড়াও, ২ কোটি ৮৮ লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করা হবে।

ওয়ারাঙ্গলে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তেলেঙ্গানায় ৬,১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। তিনি ৫,৫৫০ কোটি টাকার বেশি ১৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় সড়কের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগপুর-বিজয়ওয়াড়া করিডরের মধ্যে ১০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মানচেরিয়াল-ওয়ারাঙ্গল শাখা। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মানচেরিয়াল এবং ওয়ারাঙ্গলের মধ্যে ৩৪ কিলোমিটার দূরত্ব কমবে। ৫৬৩ নম্বর জাতীয় সড়কের ৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ করিমনগর-ওয়ারাঙ্গল শাখার চারলেন নির্মাণের জন্য শিলান্যাস করার পাশাপাশি কাজিপেটে একটি রেলে ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। এর জন্য ধার্য করা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রটিতে রেল ওয়াগনের রং রোবোটিক্সের সাহায্যে করা যাবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

বিকানেরে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বিকানেরে ২৪,৩০০ কোটি টাকার বেশি একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিকাঠামো মানোন্নয়ন হবে।

প্রধানমন্ত্রী আমৃতসর-জামনগর অর্থনৈতিক করিডরে ছয়লেন গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়েটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। হনুমানগড় জেলার ঝাকদাওয়ালি গ্রাম থেকে জালোর জেলার খেতলাওয়াসের মধ্যে ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১১,১২৫ কোটি টাকা। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং শিল্প করিডরগুলির সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের ফলে পণ্য পরিবহণে গতি আসবে। পাশাপাশি পর্যটন ও আর্থিক বিকাশকেও ত্বরান্বিত করবে।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী আন্তঃরাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের প্রথম পর্বের উদ্বোধন করবেন। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ১০,৯৫০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৬ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে যা পরিবেশ-বান্ধব। পশ্চিমাঞ্চলের পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে সমতাও বজায় থাকবে। এছাড়াও, উত্তরাঞ্চলে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ অন্যত্র সরবরাহ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বিকানের থেকে ভিওয়াড়ির মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন উদ্বোধন করবেন। এই প্রকল্প নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১,৩৪০ কোটি টাকা। বিকানের থেকে ভিওয়াড়ি পর্যন্ত সরবরাহ লাইনে বিদ্যুৎ পরিবহণের ফলে রাজস্থানে ৮.১ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী বিকানেরে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠনের জন্য ৩০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল উদ্বোধন করবেন। এর ফলে এই হাসপাতালে ১০০টি বেড পাওয়া যাবে। স্থানীয় মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে এই হাসপাতাল সহায়ক হবে।

এছাড়াও তিনি বিকানের রেল স্টেশনের পুনরুন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মাণের কাজ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট রেল স্টেশনে চলাচল করতে সুবিধা হবে।

শ্রী মোদী চারু ও রতনগড়ের মধ্যে ৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের দ্বিতীয় লাইন বসানোর কাজের শিলান্যাস করবেন। এই রেল প্রকল্পটি রূপায়িত হলে জিপসাম, চুনাপাথর, খাদ্যশস্য এবং সার সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিকানের থেকে দেশের অন্যত্র পরিবহণে সুবিধা হবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৮৫ সংখ্যা ০৬ জুলাই, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২০ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বাকি ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোন জেলায় কত সংখ্যক মোতায়েন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দু'দিন আগেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে বাকি ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য তারা রাজ্যে পাঠাচ্ছে। এবার সেই ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী কীভাবে জেলা ভিত্তিক মোতায়েন করা হবে তা চূড়ান্ত করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন বলেই কমিশন সূত্রে খবর।মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন দীর্ঘক্ষণ তৃতীয় দফায় আসা বাহিনী নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে। তারপরেই কোন জেলায় কত সংখ্যক বাহিনী মোতায়ন করা হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের তরফে পর্যবেক্ষণ রয়েছে প্রত্যেকটি বুথে ৫০ শতাংশ রাজ্য পুলিশ ও ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার। সেক্ষেত্রে কমিশনের আধিকারিকদের ব্যাখ্যা, বুধবারের হাইকোর্টের নির্দেশের ওপরও অনেকটা বিষয় নির্ভর করবে।

বাকি ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সবথেকে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই তৃতীয় দফার বাহিনী মোতায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কালিম্পং জেলাতেই কোনও বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে না। বাকি সব জেলাতেই কম বেশি বাহিনী মোতায়েন করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।কমিশন সূত্রে খবর, শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই এই ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ৪৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়া হাওড়া জেলায় ৩৭ কোম্পানি ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও ৩৭ কোম্পানি করে বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলায় ১০ কোম্পানি, বাঁকুড়া জেলায় ১১ কোম্পানি,বীরভূম জেলায় ২০ কোম্পানি, কোচবিহার জেলায় ২৮ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১০ কোম্পানি, দার্জিলিং জেলায় ৪ কোম্পানি, হুগলি জেলায় ২৮ কোম্পানি, জলপাইগুড়ি জেলায় ১০ কোম্পানি, ঝাড়গ্রাম জেলায় ৫ কোম্পানি, মালদহ জেলায় ৩০ কোম্পানি, নদিয়া জেলায় ৩১ কোম্পানি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৩৫ কোম্পানি, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ১০ কোম্পানি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ২০ কোম্পানি, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৩৩ কোম্পানি,পুরুলিয়া জেলায় ২৬ কোম্পানি ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩০ কোম্পানি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় ২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।

মলয় ঘটককে ইডির তলবের পেছনে

কলকাঠি নেড়েছেন দলেরই এই নেতা! ফাঁস করলেন কৌস্তভ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়লা পাচারকাণ্ডে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে তলব করেছে ইডি। দু'বার ওই তলব এড়িয়েছেন মলয় ঘটক। কিন্তু কেন মলয়বাবুকে তলব? ফাঁস করলেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী। তাঁর দাবি, ইডির ওই তলবের পেছনে কলকাঠি নেড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বুধবার আসানসোলের বারাবনির রূপনারায়ণপুরের এক সভায় ওই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা।এদিন নির্বাচনী সভায় কৌস্তভ আরও বলেন, ঝান্ডার ডান্ডাগুলো পাতলা হলে চলেবে না। ডান্ডাগুলো মোটা হতে হবে যাতে ৮ তারিখ সেগুলি শক্ত করে ধরে তৃণমূলের মোকাবিলা করা যায়। প্রতিরোধই একমাত্র ভাষা। তৃণমূল বুঝবে প্রতিরোধ কাকে বলে। তৃণমূল পাথর ছুড়লে আমরা পাথর ছুড়ব নাকি?

কৌস্তভের ওই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন বাবু বলেন, কংগ্রেস নেতারা পাগল হয়ে গিয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার মতে কাউকে পাচ্ছে না। দলে দুটো লোক নেই আবার বড়বড় কথা বলছে। ভাটের দিন মানুষ জবাব দেবে।রূপনারায়ণপুরের ওই সভায় কৌস্তভ বাগচী বলেন, মলয় ঘটককে ইডির তলবের পেছনে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে ইডির দফতরে গিয়ে সবার নাম বলে দিয়ে এসেছেন যাতে নিজে দুধে ভাতে থাকতে পারেন। সভার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে কৌস্তভ আরও বলেন, মলয় ঘটক শুধু নয় তৃণমূলের অনেক নেতার নাম বলে দিয়ে এসে নিজে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন অভিষেক। উনি আর ওঁর পিসি মিলে অন্যদের বলির পাঁঠা বানিয়ে নিজেরা জেলের বাইরে থাকার চেষ্টা করছেন। মলয়বাবুদের উদ্দেশ্যে বলব, এতদিন ধরে একটা দল করলেন আর এই আপনাদের প্রতিদান? খুবই দুর্ভাগ্যজনক।উল্লেখ্য, মার্চ মাসের শেষে মলয় ঘটককে দিল্লিতে তলব করে ইডি। সেই হাজিরা এড়িয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলায় তিন দফার রক্ষাকবচ পান মলয়বাবু। গত ১৯ জুন ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল মলয় ঘটকের। মন্ত্রীর তরফে ইডিকে জানানো হয় ভোটের কাজের জন্য ব্যাস্ত রয়েছেন, জেলায় জেলায় ঘুরতে হচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই রাগে শনিকে খোঁড়া হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন সন্ধ্যা। এই ঘটনার কথা জেনে হতবাক হয়ে যান সূর্য। মা-কে লাথি মারার জন্য শনির ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হলেও বেশি অবাক হন সন্ধ্যার ভূমিকায়। একজন মা কী করে তাঁর সন্তানকে এমন অভিশাপ দিতে পারেন, তা ভেবে পান না সূর্য্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মোগল সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ আসানসোলে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বর্ধমানের গ্রামগুলিতে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছেন অসংখ্য উপজাতি এবং তপশিলি জাতি যেমন সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিজ , মাল পাহাড়ি, মাহাতো বাউড়ি, বাগদী, ডোম ইত্যাদি। এঁরা সবাই মিলে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। যার ভাষা রাঢ়ের প্রচলিত বাংলা, আর পুজো অর্চনার মধ্যে সর্বজাতি সমন্বয়ের চমৎকার প্রকাশ দেখা যায়। তাই এখানে করম পুজো, ধরম পুজো, ধ[illegible] পুজো, মনসা পুজো, ভাদু, টুসু, ইতু ইত্যাদি অসংখ্য পুজো প্রথার সঙ্গে প্রচলিত অগুনতি লৌকিক দেব দেবীর পুজো। যেমন ওলাই চন্ডী, মঙ্গল চন্ডী, উরণচন্ডী, উদ্ধার চন্ডী, নাটাই চন্ডী, অলকা চন্ডী এমন কি হাড়ি ঝি চন্ডী অবধি আছেন। এখন অবধি প্রায় ১০৩ টি চন্ডীর খোঁজ পাওয়া গেছে। কোথাও তিনি গ্রাম দেবী, কোথাও কূল দেবী আবার কোথাও গৃহ দেবী।

সাধারণত নানা রকম প্রতীকে চন্ডী পুজো হয়- ১) খোদিত শিলা মূর্তি , ২) অ- খোদিত শিলা খন্ড, ৩) মাটির ঢেলা, ৪) লাল ঘোড়া, ৫) বৃক্ষ পুজো , ৬) মাটির মূর্তি, ৭) ধাতু মূর্তি, ইত্যাদি।বাংলার লৌকিক দেব দেবীর থান মাহাত্ম্য কিন্তু অসাধারণ। তাই জাত পাত এমনকি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ এখানে জমায়েত হয়, মানতের ব্রত রাখে, পুজো করে, এমন কি কোন কোন থানে পশু বলিও হয়।

ঘাগরবুড়ির চন্ডীমন্দির যে শুধু অতি প্রাচীন, তাই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান এবং কিংবদন্তি।এই নিয়ে কথা হচ্ছিল ঘাগরবুড়ি চন্ডীমাতার সেবাইত, এই মন্দিরের স্বর্গীয় বড় ঠাকুরের পৌত্র সিদ্ধার্থ চক্রবর্তীর সঙ্গে।উনার মুখে এবং নেট ঘেঁটে যা জেনেছি, পেশ করছি সেই গা ছমছমে উপাখ্যান। একথা লিখতে বসে মনে পড়ছে ইংরেজরা এদেশে এসে কলকাতা, সুতানটি আর গোবিন্দপুর নিয়ে তৈরি করলো 'ক্যালকাটা'। তাও খুব বেশি হলে সোয়া তিনশো বছর আগে। বনিকদের হাতে তৈরি কলকাতা। সেদিক থেকে প্রায় ছ'শো বছর আগে থেকেই আসানসোল, বর্ধমান মোগল সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। তখন কলকাতা কোথায়? তাই আসানসোলের ইতিহাসটা একটু অন্য রকম। আর একটা আকর্ষণ হল অন্ডালের কাছেই আছে মির্জা গিয়াস বেগের পরিবারের বাড়ি। বেশিরভাগ সময় গিয়াস বেগ বর্ধমানেই থাকেন। জাহাঙ্গীর আসানসোলে আসার আগেই গিয়াস বেগকে খবর দেন। সম্রাটের ছেলেকে একটু খাতির তো কটতেই হয়। তাই অন্ডালে তার বাড়িতে দাওয়াত দিতেই হয়। ওই দাওয়াতে এসে চিকের ওপাশে গিয়াস বেগের মেয়ে মেহেরুন্নিসাকে দেখে জাহাঙ্গীর তো ফিদা হয়ে গেছেন। এই মেয়েকে চাই তার জীবনে। গিয়াস বেগ পড়েন মহা সমস্যায়। মেয়েকে সব দিক থেকে তৈরি করেছেন। পড়াশোনা, শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা সব শিখিয়েছেন। শেষে কিনা এক লম্পটের হাতে তুলে দিতে হবে তার প্রাণের মেয়েটাকে? ওদিকে সৈন্য, বরকন্দাজ, পারিষদ সবাইকে নিয়ে চলেন ভাবি সম্রাট জাহাঙ্গীর। তার খাস রক্ষীরা সব রাজস্থানের উগ্রক্ষত্রিয়। তারা ভাগ করে থাকে আসানসোল আর বর্ধমানে। তারাই পরবর্তীকালে 'আগুরী'। সামন্ত, রায়, কোনার এরা। তারা বিশ্বাসী। তাই আসানসোল, অন্ডাল, বর্ধমান, কাটোয়ায় তাদের জমি দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা হল। আসানসোলের উঁচু জায়গা পছন্দ করা হল। এখানে থাকবে পল্টনরা। তারা নজর রাখবে। তাই ওই জায়গাটার নাম হয়ে গেল পল্টন ডাঙ্গা আর চেলিয়াডাঙা। ইংরেজ আমলে ওই পল্টনডাঙা হয়ে গেল আপকার গার্ডেন। তেমনি শহরের উত্তরে তৈরি হল ছোট ছোট জনপদ। মুৎসুদ্দি পাড়া ওরফে মুসুদ্দি পাড়া, কসাই মহল্লা, জাহাঙ্গীরী মহল্লা ওরফে ঝিংড়িমহল্লা ইত্যাদি। তবে সম্রাট আকবরের সময় থেকেই শুরু করি। দিল্লি থেকে ঢাকা পর্যন্ত খাজনা তুলতেন আকবরের প্রিয় পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর। তার প্রেমিক মনের জন্য সম্রাট আকবরকে কি না করতে হয়েছে! আনারকলিকে জ্যান্ত কবর দিতে হয়েছে। জাহাঙ্গীরের উনিশটা বিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু জাহাঙ্গীর শুধরায়নি। শেষে কিনা বর্ধমানের তহসিলদার মির্জা গিয়াস বেগের পনেরো বছরের মেয়েটার ওপরেও নজর দিয়েছে! কি না করেছেন ছেলের জন্য? ওর যাতে রাজ্যপাটে মতিগতি আসে তার জন্য ঢাকা শহরের নামকরণ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর। সেই জাহাঙ্গীরনগরে যাওয়ার পথ তো আসানসোল, অন্ডাল, বর্ধমান হয়ে। এখনকার শের শাহ সুরী রোড। আসান গাছের জন্য এই জায়গাটার নাম। ঠাসা পাতা আর লালফুলের গাছ আসান। তখন রাস্তার ধারে ধারে অনেক আসান গাছ। জায়গাটাও নিরিবিলি। জাহাঙ্গীরের খুব পছন্দের জায়গা। আসানসোলে উগ্রক্ষত্রিয়রা যেখানে থাকার জায়গা খুঁজলো তা হল আসানসোল গ্রাম। এখনও আছে সেই সময়ের বড় বড় কুয়ো। আপকার গার্ডেনেও আছে একটি। আসানসোল গ্রামে বসতো জাহাঙ্গীরের বড় তাবু। এইসব দেখে গিয়াস বেগ চিঠি পাঠালেন সম্রাট আকবরকে। চিন্তিত আকবর গিয়াস বেগকে পরামর্শ দিলেন, "তোমার ওখানেই আছে এক বীর সেনাপতি আলি কুলি ইসতালজু ওরফে শের আফগান আছে । তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। ও নিরাপদে থাকবে। গিয়াস বেগ তার ১৭ বছরের মেয়ে মেহেরুন্নিসার নিকহা করে দিলেন শের আফগানের সঙ্গে। বুকটা ফেটে গেল জাহাঙ্গীরের। সেই যন্ত্রণা নিয়ে দিল্লিতে যখন ছটফট করছেন তখনই ১৬১১ সালে সম্রাট আকবরের দেহাবসান হল। দিল্লির মসনদে বসলেন জাহাঙ্গীর। আবার তার মনে সেই বাসনাটা প্রবল হল। মেহেরুন্নিসাকে চাই তার জীবনে। কিন্তু সেতো এখন শের আফগানের স্ত্রী এবং তাদের একটা কন্যা হয়েছে, লাডলি। এর মধ্যে শের আফগানের পদোন্নতি হয়েছে। সে এখন বর্ধমানের জাহগিরদার। পরিবার নিয়ে বর্ধমানেই থাকে। ইতিমধ্যে তারও বেশ নাম হয়েছে। আসানসোলের কাছেই উত্তরপূর্ব দিকে রাজা নরোত্তম সিংহ বিদ্রোহ করছিলেন। খাজনা দেওয়া নিয়ে সমস্যা করছিলেন। তখন আকবর বেঁচে ছিলেন। তার নির্দেশে শের আফগান গিয়ে রাজা নরোত্তম সিংহকে আক্রমন করলেন। রাজা নরোত্তম সিংহ পরাজিত করলেন। শের আফগান তাকে হত্যা করলেন। তছনছ হয়ে গেল রাজা নরোত্তম সিংহের প্রাসাদ। অনেকে পালিয়ে গেলেন। এলাটকা দখল করলো আকবরের লোকেরা। ওখানে কাজী বসানো হল। জায়গাটা হয়ে গেল মুসলিমপ্রধান। এখন তা 'চুরুলিয়া'। কাজী নজরুলের জন্মস্থান। রাজা নরোত্তম সিংহের প্রাসাদ, তোরণ, অস্ত্রাগার এবং অস্ত্র তৈরির গড় ১৯৯০-এর দশকেও ভাংচুর হয়ে তার সব চিহ্ন বিলীন হয়ে গেছে। এক অভিশাপ যেন ঘোরে রাজা নরোত্তম সিংহের এলাকায়। কেউ সেখানে চিরকাল শান্তিতে থাকেনা। কোন প্রশাসক বা নেতা এমনকি গুণীজনও শান্তি পায়না। শান্তি পাননি শের আফগানও। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর শের আফগানকে কোনঠাসা করতে তার ওপর নিয়ে গিয়ে বসালেন তার সৎভাই কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে। তাকে করে দিলেন বর্ধমানের গভর্নর, মানে সুবেদার। কিছুদিনের মধ্যে কুতুবুদ্দিন শের আফগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে সে নাকি সব সময় আফগানদের পক্ষ নেয়। সেইমত শের আফগানকে তলব করা হল। দিনটা ছিল ১৬০৭ সালের ৩০ মে। তিনি বুঝলেন কোন চক্রান্ত আছে। তার দুই পার্শ্বচরকে নিয়ে তিনি যখন তিনি কুতুবুদ্দিনের কাছে গেলেন তখনই কুতুবুদ্দিন তাকে বন্দি করতে হুকুম দিলেন। শের আফগান সোজাসুজি কুতুবুদ্দিনকেই আক্রমন করলেন এবং সাংঘাতিকভাবে আহত করলেন। কুতুবুদ্দিনের রক্ষীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচন্ড রক্তপাতের মধ্যে পাশের দরজা থেকে শের আফগান বেরিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির দিকে গেলেন। তার আশঙ্কা ছিল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'বাঘি ৪' থেকে সরে দাঁড়াবেন টাইগার?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা অ্যাকশন অভিনেতা টাইগার শ্রফ। সুঠাম চেহারা, সঙ্গে তুখোড় ফিটনেস এই দুই মিলিয়ে অ্যাকশন অভিনেতাদের তালিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন জ্যাকি-পুত্র। বলিউডের টাইগারের বেশির ভাগ ছবিই অ্যাকশন ঘরানারই। অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'হিরোপন্তি' ছবির মাধ্যমে, ২০১৪ সালে। তারপর ২০১৬ সালেওবাঘ্মি ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। ওই ছবিতে টাইগারের বিপরীতে ছিলেন বলিউডি অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। সাব্বির খান পরিচালিত এই ছবি বক্স অফিসে ১০০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসাও করেছিল। সেই সাফল্যের রেশ ধরেই ২০১৬ সালে তৈরি হয় 'বাঘি ২' ও ২০১৮ সালে 'বাঘি ৩'। ওই দুই ছবি বাণিজ্যিকভাবে খুব একটা ব্যর্থ না হলেও সমালোচক ও অনুরাগীদের মন জয় করতে পারেননি টাইগার। শোনা যাচ্ছে, এবার 'বাঘি ৪' নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন টাইগার। ছবির শুটিংয়ের কাজ শুরু হওয়ার আগেই বাধ সাধলেন অভিনেতার অনুরাগীরা।

ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নন টাইগারের অনুরাগীরা। তাই 'বাঘি ৪' ছবিতে কাজ করার জন্য টাইগারকে এক প্রকার নিষেধই করছেন তারা। তবে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করেছেন টাইগার। তাদের দাবি মাথায় রেখেই আরও ভালভাবে কাজ করতে চান অভিনেতা। 'বাঘি ৪' দেখে অনুরাগীরা যাতে হতাশ না হন, সেই দিকে আরও বেশি করে নজর রাখছেন তিনি। অনুরাগীদের প্রত্যাশা মতো কাজ করে তাদের গর্বিত করবেন তিনি, কথা দিয়েছেন টাইগার।

দুবাইয়ে মুক্তি পাবে জাহ্নবীর 'বাওয়াল' ছবির ট্রেইলার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'দঙ্গল'-খ্যাত নীতেশ তিওয়ারির ছবি 'বাওয়াল' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি। সিনেমায় জুটি বাঁধতে চলেছেন জাহ্নবী কাপুর ও বরুণ ধাওয়ান। ইতোমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে 'বাওয়াল' ছবির প্রথম লুক। বিশ্বজুড়ে দর্শক টানতে দুবাইয়ে মুক্তি পাবে জাহ্নবী-বরুণের 'বাওয়াল' ছবির ট্রেইলার। প্রেক্ষাগৃহে নয়, প্রথম সারির ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে 'বাওয়াল'। বিশ্বের ২০০ দেশে একসঙ্গে মুক্তি পাবে এই ছবি।

এবার শোনা যাচ্ছে, দুবাইয়ে ৮ জুলাই গ্র্যান্ড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছবির ট্রেইলার মুক্তি পাবে। ছবির গ্লোবাল লঞ্চের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে খবর। জানা গেছে, 'নির্মাতারা আশা করছেন অনুষ্ঠানে ১৫০-২০০ মানুষ উপস্থিত হবেন।

অনুষ্ঠানটি মূলত পরীক্ষামূলক, যা থেকে অনুরাগীরা ছবি সম্পর্কে খানিক আন্দাজ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন জাহ্নবী কপূর, বরুণ ধবন, পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি, প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা।'

ছবির নির্মাতা ও প্রাইম ভিডিও মনে করে 'বাওয়াল' ছবির গল্প আদতে বিশ্বব্যাপী মানুষের জন্য।

ছবিতে বরুণের চরিত্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়, সেই হিসেবেও বিদেশের মাটিতে এই ছবির ট্রেলার লঞ্চ আলাদা মাত্রা আনে। দুবাই বেছে নেয়ার কারণ 'সেই জায়গা বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনস্থল এবং এক বিশাল পরিমাণ ভারতীয় দর্শক সেখানে রয়েছে।' এছাড়া 'বাওয়াল' প্রথম এমন হিন্দি ছবি যার গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার হবে প্যারিসে। ছবির নির্মাতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ছবি ওটিটিতে মুক্তির জন্যই উপযুক্ত। এর আগে ৭ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'বাওয়াল' ছবির। কিন্তু পরে সেই তারিখ পিছিয়ে যায়। ভিএফএক্সে দেরি হওয়ার জন্য এই ছবির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে যায়।

ধারণা করা হচ্ছে, ছবির পোস্ট প্রোডাকশন এখনো বাকি রয়েছে। অনুরাগীরা অবশ্যই জাহ্নবীর ও বরুণ টাটকা জুটি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়।

কেমন হলো 'সত্যপ্রেম কি কথা'?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত বছর 'ভুলভুলাইয়া ২'-এর পর থেকেই কার্তিক আরিয়ান এবং কিয়ারা আডবাণী জুটিকে দর্শক বড় পর্দায় দেখতে চাইছিলেন। আরও একবার দর্শককে সেই সুযোগ করে দিয়েছে 'সত্যপ্রেম কি কথা'। এই ছবিকে শুরু থেকেই 'ট্রু লভ স্টোরি' হিসেবে প্রচার করেছেন নির্মাতারা। তথাকথিত বলিউডি ছাঁচেই ছবির গল্প শুরু হয়। আপাতভাবে মনে হবে এই গল্পের কাঠামো সহজ-সরল। তবে গল্প যত এগোয়, সেই ভাবনাকেই ভেঙে চুরমার করে দেয় চিত্রনাট্য। প্রথম দর্শনেই কথার (কিয়ারা) প্রেমে পড়ে সত্যপ্রেম ওরফে সত্ত্ব (কার্তিক)। সত্ত্ব আইনের ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত গুজরাতি পরিবারে সাংসারিক কাজ করেই খুশি এই বিয়েপাগল ছেলে। অন্য দিকে, উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে কথা তার প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে। কিন্তু সেই সম্পর্কেও আসে বিচ্ছেদ। নেপথ্যে রয়েছে কথার জীবনের এক অন্ধকার দিন। দুই পরিবারের মধ্যে বিস্তর ফারাক সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে সত্যপ্রেম এবং কথার বিয়ে হয়। স্ত্রীকে আপন করে নিতে সত্ত্বর লড়াই ঘিরেই ছবি এগিয়েছে পরিণতির দিকে।

বক্স অফিসে 'শেহজাদা' ফ্লপ করার পর কার্তিকের উপর চাপ ছিল অনেকটাই। এই ছবিতে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কমিক চরিত্রে তাঁর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এই ছবিতেও কার্তিক প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। অন্যদিকে, এই ছবিতে সম্ভবত কিয়ারা তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অভিনয় উপহার দিলেন। তাঁর অভিনীত চরিত্রটি জটিল, তার সফরও সহজ নয়।

ছবির অন্যান্য চরিত্রেও শক্তিশালী অভিনেতারা রয়েছেন এবং প্রত্যাশাপূরণ করেছেন। সত্ত্বর বাবা এবং মায়ের চরিত্রে যথাক্রমে গজরাও রাও এবং সুপ্রিয়া পাঠক আলাদা করে নজর কেড়েছেন। কথার বাবার চরিত্রে গুজরাতি নাট্য জগতের পরিচিত নাম সিদ্ধার্থ রন্দ্রেরিয়ার পরিমিত অভিনয় ভাল লাগে। তবে ক্যামিয়ো চরিত্রে রাজপাল যাদবের মতো শক্তিশালী অভিনেতাকে জায়গাই দেওয়া হয়নি। গুজরাতি সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে তৈরি ছবির গানগুলো ব্যয়বহুল সেটে শুট করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন হলেও তা আলাদা করে মনে দাগ কাটে না।

অন্যদিকে, পাকিস্তানি শিল্পী আলি শেট্টি এবং শায়ে গিলের গাওয়া জনপ্রিয় 'পাসুরি' গানটিকে ছবিতে নতুন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই নিয়ে বিতর্কও চোখে পড়েছে। দুঃখের বিষয়, অরিজিৎ সিং এবং তুলসী কুমারের গাওয়া এই ভার্সান ছবিতে কোনও ম্যাজিক সৃষ্টি করতে পারেনি।

পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দীপিকা যখন থানায় অভিযোগ জানাচ্ছেন, ঠিক তখনই রণবীরকে গুণ্ডারা পেছনে ধাওয়া করতে দেখা গেল। এটা কোনো সত্যি ঘটনা নয়, এটা রণবীর-দীপিকা জুটির কোনো আগামী প্রকল্পের ঝলক। রণবীর যখন গুণ্ডাদের পেছনে ধাওয়া করেছেন, ঠিক তখনই দেখা গেল ফ্যামিলিম্যানের রহস্যময় 'চেল্লুম স্যার'কেও। আবার রাম চরণকে থানার বাইরে একজন লোক ও ত্রিশা কৃষ্ণনের পেছনে দৌড়াতে দেখা যায়। সবশেষে রণবীরকে এক ব্যক্তির সঙ্গে ভীষণই রুক্ষ মেজাজে কথা বলতে দেখা গেল। ভিডিওটি শেয়ার করেছেন রণবীর সিং নিজেই। লিখেছেন, 'রহস্য উন্মোচন হচ্ছে, আরো বড় রহস্য জানতে অপেক্ষা করুন।'

ভিডিওর নিচে একজন লিখেছেন, 'আশা করি এটা নতুন সিনেমা'। এদিকে খুব শিগগির রণবীর-আলিয়াকে 'রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি' ছবিতে দেখা যাবে। আলিয়া ভাট ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র, শাবানা আজমি এবং জয়া বচ্চন। সম্প্রতি ছবির একটি গানে কাশ্মিরে রণবীর-আলিয়াকে রোম্যান্স করতে দেখা গিয়েছে। 'রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি' মুক্তি পাবে আগামী ২৮ জুলাই।

এদিকে, দীপিকাকে শেষবার দেখা গেছে 'পাঠান' ছবিতে। হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে 'ফাইটার' ও প্রভাসের সঙ্গে 'প্রোজেক্ট কে'-এর শুটিংও করছেন দিপ্পি।

জাপানকে ইনিয়েস্তার

কান্নাভেজা বিদায়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জাপানের জে১ লিগের ক্লাবের হয়ে নিজের শেষ ম্যাচটি খেলে সমর্থকদের উষ্ম সংবর্ধনা নিয়ে বিদায় জানালেন স্পেন ও বার্সেলোনার কিংবদন্তি মিডফিল্ডার আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। জাপানে পাঁচ বছরের ক্যারিয়ার শেষে তার পরবর্তী গন্তব্য কী হতে পারে তা অবশ্য এখনো পরিষ্কার জাননি ৩৯ বছর বয়সি এই তারকা।

গত মে মাসের শেষ দিকে ইনিয়েস্তা জানিয়েছিলেন, মৌসুমের মাঝপথেই বিদায় নেবেন ভিসেল কোবে থেকে। শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন গত শনিবার। জাপানের সংবাদমাধ্যম কিওদো নিউজের খবর অনুযায়ী ইনিয়েস্তার বিদায়ি ম্যাচের সব টিকেট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল আগেই, স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রিয় তারকাকে বিদায় জানাতে কোবের ঘরের মাঠ মিসাকি পার্কের গ্যালারি ছিল পরিপূর্ণ। চলতি মৌসুমে প্রথমবার শুরুর একাদশে ঠাঁই পান ভিসেল কোবের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলতে নামা আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। মাঠের লড়াই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা ফলাফল ছাপিয়ে তাই ম্যাচটি রূপ নিয়েছিল কিংবদন্তির বিদায়ি আয়োজনে। বিদায় বেলায় আবেগের প্রবল জোয়ারে তৃপ্ত কণ্ঠে তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে কান্নাভেজা চোখে বললেন, ক্লাবে তার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। তিনি আরো বলেন,ও২০১৮ সালে আমি এখানে এসেছিলাম। জাপানের এই ক্লাবে এসেছিলাম তাকে বড় একটি ক্লাবে পরিণত করে তুলতে। আমার মনে হয়, হয়তো তা আমি করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস মাঠের ভেতরে ও বাইরে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়েছি। আশা করি, ভিসেল কোবের জন্য আপনারাও ততটা গর্ব অনুভব করেন, যতটা করি আমিঃ

চোটের কারণে এই মৌসুমে নিয়মিত মাঠেই থাকতে পারেননি ইনিয়েস্তা। তবে শেষ ম্যাচে তাকে শুরুর একাদশে রাখেন কোচ। ৫৭ মিনিট খেলে তিনি মাঠ ছাড়েন অশ্রুসজল চোখে। ম্যাচ শেষেও তার চোখে টলমল করতে থাকে জল। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা ক্লাবে ৫ বছরের পথচলায় তার প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার তৃপ্তি নিয়েই দল ছাড়ছেন। তবে এখনি ফুটবল ছাড়ছেন না গত মাসে ৩৯ এ পা দেয়া এই ফুটবলার। কিন্তু নিজের পরবর্তী ঠিকানা নিয়ে এখনো কিছু স্পষ্ট করেননি ইনিয়েস্তা। অনিশ্চয়তা নিয়েই তার পরবর্তী গন্তব্য কোথায় হতে পারে সে ব্যাপারে ইনিয়েস্তা বলেন, গত কয়েকটি মাস আমার জন্য ও আমার ঘনিষ্ঠদের জন্য সময়টি ছিল খুব কঠিন। মাঠে থেকেই বিদায় নেয়া ও ক্যারিয়ার শেষ করার ইচ্ছা আছে আমার। এই ক্লাব থেকে তা হলো না। তবে এই চাওয়াকে ভাবনায় রেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছি আমিঃ

বার্সেলোনায় দেড় যুগের বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় ক্যারিয়ার শেষে ২০১৮ সালের মে মাসে ভিসেল কোবেতে যোগ দেন ইনিয়েস্তা। শুরুতে তার চুক্তি ছিল ৩ বছরের। ২০২১ সালে তা বাড়ানো হয় আরো ২ বছরের জন্য। গত ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া জে১ লিগের চলতি মৌসুম শেষ হবে আগামী ডিসেম্বরে। কিন্তু মৌসুমের মাঝপথেই ক্লাব ছাড়লেন তিনি। চোটের কারণে এই মৌসুমে বেশির ভাগ ম্যাচই খেলতে পারেননি। তাছাড়া দলের কোচকেও এখন আর আগের মতো পাশে পাচ্ছেন না বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। সবকিছু মিলিয়েই ক্লাব থেকে বিদায়ের ঘোষণা দেন ইনিয়েস্তা।

খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও অবশ্য ফুটবল থেকে তেমন কিছু আর পাওয়ার নেই ইনিয়েস্তার। স্পেনের হয়ে টানা দুটি ইউরো জিতেছেন, মাঝে জিতেছেন বিশ্বকাপ। সবকটিতেই তার বড় অবদান। বিশ্বকাপ ফাইনালে করেছেন ১১৬ মিনিটে ডাচদের বিপক্ষে করেছেন জয়সূচক গোল। বার্সেলোনার হয়ে নয়টি লা লিগা, চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ জিতেছেন মোট ৩০টি ট্রফি। এছাড়া অসংখ্য ব্যক্তিগত অর্জনেও রাঙিয়েছেন নিজের ক্যারিয়ার।

বার্সেলোনার যুব ফুটবল একাডেমি 'লা মাসিয়া' থেকে মূল দলে জায়গা করে নেয়া ইনিয়েস্তা ১৮ বছর বয়সেই বার্সার সিনিয়র দলে শুরুতে একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছিলেন। তবে ভারসাম্য, বল নিয়ন্ত্রণ ও দ্রুততার কারণে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবেও তিনি উন্নতি করতে থাকেন। স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী কোচ ভিসেন্তে দেল বস্ক তার সম্পর্কে বলেন, 'সে একজন পূর্ণাঙ্গ ফুটবলার। সে আক্রমণভাগ ও রক্ষণভাগ উভয়ই সামলাতে পারে, সে নিজে গোল করে এবং গোল তৈরিও করে দেয়। ইনিয়েস্তা ও বার্সেলোনার সাবেক কোচ ডাচ কিংবদন্তি ফ্রাংক রাইকার্ড বলেন, আমি ইনিয়েস্তাকে ফলস উইঙ্গার, সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার, ডিপ মিডফিল্ডার এবং স্ট্রাইকারের একদম পেছনের অবস্থানে খেলিয়েছি। সব অবস্থানেই সে ছিল অসাধারণ। দলে প্রথম সুযোগ পাওয়ার পর কোচ লুইস ফন গাল তাকে হুয়ান রোমান রিকেলমে এবং রোনালদিনহোর অনুপস্থিতিতে ওয়াইড ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলান এবং পরবর্তীতে রাইকার্ডের অধীনে ক্লাব ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই ইনিয়েস্তা নিজেকে বিশ্বমানের সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারে পরিণত করেন।

বার্সেলোনায় তার জেতা ৩০টি ট্রফি বা দুটি ইউরো শিরোপা কিংবা ২০১০ সালের বিশ্বকাপ শিরোপা, সবকিছু ছাপিয়ে ইনিয়েস্তা একজন বিশ্বসেরা মিডফিল্ডার। তার মতো একজনকে আসলে শিরোপা ও ব্যক্তিগত অর্জন দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। বার্সেলোনার হয়ে ফুটবল ইতিহাসে যতভাবে ইতিহাস তৈরি করা যায় তা ইনিয়েস্তা করেছেন। ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে ভিসেল কোবেতে এসেও দিয়ে গেছেন নিজের সর্বোচ্চটা। সামনে হয়তোবা ফুটবলকে আরো অনেক কিছু দেবেন তিনি।

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নবম দল হিসেবে ভারতের মাটিতে আগামী অক্টোবরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরে খেলা নিশ্চিত করলো শ্রীলঙ্কা।

স্পিনার মহেশ থিকশানা ও ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে আজ সুপার সিক্সে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে জিম্বাবুয়েকে। গ্রুপ পর্ব ও সুপার সিক্স মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে নবম দল হিসেবে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পায় ১৯৯৬ সালের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপে খেলার জন্য এখন আর মাত্র একটি স্পট ফাঁকা রয়েছে।

জিতলেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত, এমন সমীকরণ নিয়ে বুলাওয়েের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠে মুখোমুখি হয় শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে। টস হেরে প্রথমে বোলিং করতে নামে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কান বাঁ-হাতি পেসার দিলশান মধুশঙ্কার বোলিং তোপে ৩০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে জিম্বাবুয়ে।

চতুর্থ উইকেটে ৬৮ রানের জুটি গড়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন ইনফর্ম সিন উইলিয়ামস ও সিকান্দার রাজা। ৩১ রান করে রাজা ফিরলেও, হাফ-সেঞ্চুরি তুলে নেন উইলিয়ামস। শেষ পর্যন্ত থিকশানার প্রথম শিকার হয়ে ৫৬ রানে আউট হন উইলিয়ামস। ৫৭ বল খেলে ৬টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন তিনি।

দলীয় ১২৭ রানে পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে উইলিয়ামস ফেরার পর জিম্বাবুয়ের টেল এন্ডারদের চেপে ধরেন থিকশানা ও পেসার মাথিশা পাথিরানা। এতে ৩২ দশমিক ২ ওভারে ১৬৫ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। শেষ দিকে রায়ান বার্ল ১৬, ব্রাড ইভান্স ১৪ ও লুক জঙ্গি ১০ রান করেন। শ্রীলংকার থিকশানা ৪টি, মধুশঙ্কা ৩টি ও পাথিরানা ২টি উইকেট নেন।

জবাবে শ্রীলঙ্কাকে ১০৩ রানের সূচনা এনে দেন দুই ওপেনার নিশাঙ্কা ও দিমুথ করুনারত্নে। জুটিতে ৩০ রান অবদান রেখে ফিরেন করুনারত্নে। দ্বিতীয় উইকেটে ৬৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে শ্রীলংকার জয় ও বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেন নিশাঙ্কা। ৩২ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে ১০১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ১০২ বল খেলে ১৪টি চার মারেন নিশাঙ্কা। ম্যাচ সেরা হন থিকশানা।

নবম দল হিসেবে শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপ নিশ্চিত করায় বাকি একটি জায়গার জন্য এখন লড়াই করছে জিম্বাবুয়ে, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস। জিম্বাবুয়ের ৬ (১টি ম্যাচ বাকি), স্কটল্যান্ডের ৪ (২টি ম্যাচ বাকি) এবং নেদারল্যান্ডসের ২ পয়েন্ট (২টি ম্যাচ বাকী) আছে। গতকাল বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়েছে দু'বারের সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

রোমাঞ্চকর অ্যাশেজ: স্টোকসকে থামিয়ে

লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয়টিতেও হলো রোমাঞ্চকর লড়াই। পঞ্চম দিনে ম্যাচের ভাগ্য দুলতে থাকল পেন্ডুলামের মতো। এক পর্যায়ে দেড় শতাধিক রানের ইনিংসে ম্যাচ প্রায় জিতিয়েই দিয়েছিলেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস। কিন্তু চূড়ান্ত নাটকীয়তা শেষে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বাজবল ব্যর্থ করে দিয়ে ৪৩ রানের নাটকীয় জয় তুলে নিল অস্ট্রেলিয়া।

দলকে আরও একটি স্মরণীয় জয় এনে দিতে পারলেন না স্টোকস। বরং টানা দুই জয়ে প্যাট কামিন্সের বাহিনী সিরিজে এগিয়ে গেল ২-০ ব্যবধানে।

৪ উইকেটে ১১৪ রান নিয়ে আজ পঞ্চম দিন শুরু করে ইংল্যান্ড। কিছুক্ষণ খেলা হওয়ার পর ভাঙে স্টোকস-ডাকেটের ১৯৮ বলে ১৩২ রানের জুটি।

জস হ্যাজেলউডকে পুল করতে গিয়ে অ্যালেক্স ক্যারির গ্লাভসবন্দি হয়ে চলতি টেস্টে দ্বিতীয়বারের মতো সেঞ্চুরি মিস করেন বেন ডাকেট। তার ১১২ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে ছিল ৯টি চার। প্রথম ইনিংসে তিনি ৯৮ রানে আউট হয়েছিলেন। এরপর অদ্ভুতভাবে স্টাম্পড আউট হয়ে যান জনি বেয়ারস্টো (১০)।

বল ডেড হওয়ার আগেই তিনি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এই সুযোগে স্টাম্প ভেঙে দেন কিপার অ্যালেক্স ক্যারি।

ক্যামেরন গ্রিনকে পরপর তিনটি ছক্কা মেরে ১৪২ বলে টেস্ট ক্যারিয়ারের ত্রয়োদশ সেঞ্চুরি তুলে নেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস। পেস তারকা স্টুয়ার্ট ব্রডের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে স্টোকসের ১০৮ রানের জুটিতে জয় দেখছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু সব আশা শেষ হয়ে যায় স্টোকসের বিদায়ে।

হ্যাজেলউডের বলে তিনি ধরা পড়েন অ্যালেক্স ক্যারির গ্লাভসে। এভাবেই শেষ হয় ২১৪ বলে ৯ চার ৯ ছক্কায় গড়া স্টোকসের ১৫৫ রানের ইনিংস। ওলি রবিনসনকে (১) ফেরান প্যাট কামিন্স। এরপর জশ টং (১৯) আর জেমস অ্যান্ডারসন (৩) কিছুক্ষণ লড়াই করেন। মিচেল স্টার্কের বলে জশ টংয়ের স্টাম্প উড়ে গেলে জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ড অল আউট হয় ৩২৭ রানে। অস্ট্রেলিয়ার তিন তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজেলউড তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। একটি নিয়েছেন ক্যামেরন গ্রিন।

হাসারাঙ্গাকে তিরস্কার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইসিসির আচরণবিধির লেভেল ওয়ান ভঙ্গের দায়ে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে তিরস্কার জানিয়েছে আইসিসি। সেইসঙ্গে তাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচের ঘটনা। বুলাওয়েতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচটিতে আউট হওয়ার পর প্যাভিলিয়নে ফেরার পথে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বাউন্ডারির সীমানায় ব্যাট দিয়ে আঘাত করেন হাসারাঙ্গা।

তার ওই আচরণের জন্য রিপোর্ট করেছেন অনফিল্ড আম্পায়ার মার্টিন স্যাগারস ও গ্রেগ ব্রেথওয়েট, তৃতীয় আম্পায়ার জয়রমন মাদানাগোপাল এবং চতুর্থ আম্পায়ার আসিফ ইয়াকুব।

তাদের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ম্যাচ রেফারি শাইদ ওয়াদভেলা শাস্তি আরোপ করেছেন হাসারাঙ্গাকে। লঙ্কান এই ক্রিকেটার তার দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় নতুন করে শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

হাসারাঙ্গার ডিসিপ্লিনারি রেকর্ডে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে।

রশিদ খানের নেতৃত্ব

শক্তিশালী টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা আফগানিস্তানের

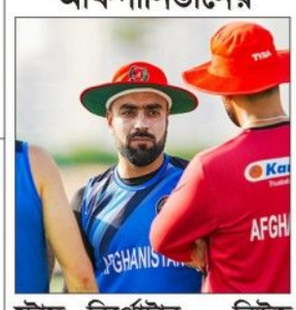

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রশিদ খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে শক্তিশালী টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে আগফগানরা। লাল বলের একমাত্র ম্যাচে বিপর্যস্ত হওয়ার পর বিরতি দিয়ে আবার বাংলাদেশে এসেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে রবিবার (২ জুলাই) ঢাকায় পা রেখেছে রশিদ খান-মোহাম্মদ নবীরা। টেস্ট সিরিজে কিছুটা দুর্বল দল নিয়ে বাংলাদেশে এলেও এবার পূর্ণশক্তির দল নিয়েই টাইগারদের বিপক্ষে লড়বে আফগানরা।

আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করে আফগানিস্তান। সিরিজে আফগানদের নেতৃত্ব দেবেন রশিদ খান। এছাড়া ঘোষিত দলে ফিরেছেন মুজিব উর রহমান এবং মোহাম্মদ নবীর মতো তারকা ক্রিকেটাররাও। আফগানিস্তান একাদশ

রহমানুল্লাহ গুরবাজ, হজরাতুল্লাহ জাজাই, মোহাম্মদ শাহজাদ (উইকেটরক্ষক), ইব্রাহিম জাদরান, মোহাম্মদ নবী, নাজিবুল্লাহ জাদরান, সেদিক আতাল, রশিদ খান (অধিনায়ক), করিম জানাত, আজমতুল্লাহ ওমরজাই, ফজল হক ফারুকি, নাভিন উল হক, ওয়াফাদার মোমান্দ, ফরিদ আহমদ মালিক, নুর আহমদ ও মুজিব উর রহমান।

ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা

বিশ্বকাপজয়ী ফ্যাব্রিগাসের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার ফ্যাব্রিগাস সব ধরনের ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। ৩৬ বছর বয়সী সাবেক এই তারকা ফুটবলার খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টেনে কোচিংয়ে নিয়োজিত হবার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। স্পেনের হয়ে ২০১০ বিশ্বকাপজয়ী ফ্যাব্রিগাস দুটি ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ জয়ের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। স্পেনের তারকা এই ফুটবলার ক্লাব ফুটবলে চেলসির হয়ে দুটি প্রিমিয়ার লিগ ও বার্সেলোনার হয়ে লা লিগা শিরোপা জয়ের কৃতিত্বও অর্জন করেছেন। নিজের অবসরের কথা উল্লেখ করে ফ্যাব্রিগাস লিখেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে বুট জোড়া তুলে রাখার সময় এসেছে। এটা এমন এক যাত্রা ছিল যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বার্সেলোনা, আর্সেনাল, চেলসি, মোনাকো ও কোমোতে প্রথম দিন থেকেই আমি সবকিছু উপভোগ করেছি। হাজারো বছরেও যা চিন্তা করিনি, সেসবের অভিজ্ঞতা আমি এই ক্লাবগুলো থেকে পেয়েছি।'

গত মৌসুমে ইতালিয়ান দ্বিতীয় টায়ারের দল কোমোতে খেলেছেন। এই ক্লাবের রিজার্ভ ও যুব দলের সাথে কাজ করতে তিনি কোমোতেই থেকে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে ফ্যাব্রিগাস বলেন, 'এই ক্লাবের ভবিষ্যত প্রকল্পগুলো দারুণ। প্রথম থেকেই এই চমৎকার ফুটবল ক্লাবটি আমার মন জয় করে নিয়েছে। ক্যারিয়ারের একেবারে সঠিক মুহূর্তে এই ক্লাবটি আমার কাছে এসেছে, যে কারণে ক্লাবটিকে আমি লুফে নিয়েছি।'

ভারতে বিশ্বকাপ জিততে পারলে

আমাদের জন্য গর্বের হবে: ইমাম-উল-হক

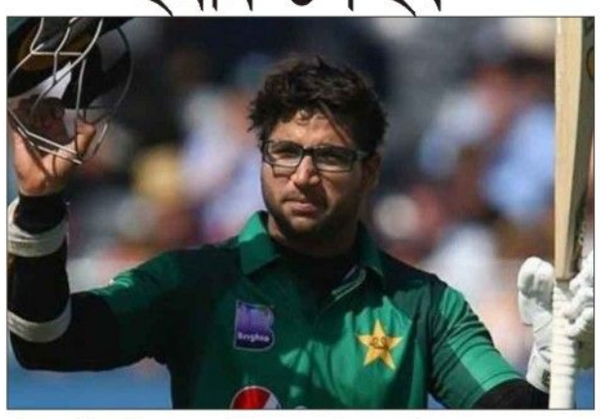

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের মাটিতে ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। নিজেদের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তানের তারকা ওপেনার ইমাম-উল-হক বলেছেন, আমাদের দেশের জন্য গর্বের হবে, যদি আমরা ভারতে বিশ্বকাপ জিততে পারি।

পাকিস্তানের একটি ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে ইমাম বলেন, ভারতে বিশ্বকাপ খেলা বিশেষ করে ভারতের বিপক্ষে খেলা, বিশেষ কিছু করা, এ নিয়ে বাবর আজমের সঙ্গে আমি ২০১০ সালে আলোচনা করেছিলাম।

তিনি আরও বলেন, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, আমাদের ওয়ানডে দলটি সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ। দলের কম্বিনেশনটি ২০১৯ সালের মতো। যখনই আপনি খেলোয়াড়দের সুযোগ দেবেন, তখনই পারফরম্যান্স করবে।

তিনি বলেন, আমরা এখন ৩৫০ রান তাড়া করে জিততে পারি। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩৩০ রান করেছি, সেখানে সিরিজ জিতেছি। তাই সবাই উত্তেজিত। তবে ভারত ম্যাচ নিয়ে আমি কিছুটা নার্ভাস। কারণ এই দলটি বিস্ময়কর পারফরম্যান্স করতে পারে।

বাঁ-হাতি এই ওপেনার আরও বলেন, আমি ২০১৯ সালের পর থেকে এখন অনেক পরিণত। সিনিয়র হিসেবে শটগুলো নির্বাচন করতে শিখেছি। গত ৪ বছরে আমার পারফরম্যান্স ভালো স্তরে পৌঁছেছে, বিশ্বকাপেও সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR